সমবায় সংগঠনের সাধারণ সভা ও সদস্যদের দায়িত্ব

এমদাদ হোসেন মালেক

সমবায় সংগঠনে প্রতিবছর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটা একটি আইনী বাধ্যবাধকতা। বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের নিয়মিত দায়-দেনা পরিশোধকারী সদস্যরা অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পান। সমবায় সমিতি আইন ২০০১-এর ৩৭ ধারায় স্পষ্ট করে বলা আছে, বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত সদস্যগণ অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি একটি স্বতন্ত্র উপ-আইনে (By law) সমবায় দপ্তর থেকে নিবন্ধিত। উপ-আইন সাধারণত দেশে বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি করা হয়। সমবায় সমিতির সদস্যদের সমিতির উপ-আইনের নির্দেশনা অনুসারে সমিতিতে আর্থিক অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি দিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের উপ-আইন অনুযায়ী শেয়ার সঞ্চয় এবং ঋণ গ্রহণ করে থাকলে ঋণের কিস্তি, সেবামূল্যসহ প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধ চুক্তিবদ্ধ সময়ে পরিশোধ করা একজন সদস্যের নৈতিক দায়িত্ব। এছাড়াও কোন সদস্য অন্য কারো গৃহীত ঋণের গ্যারান্টি বা জামিন প্রদান করলে জামিন গ্রহীতা সদস্য ঋণ খেলাপী থাকলে দেশের সমবায় আইন অনুযায়ী জামিনদারও খেলাপী সদস্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। তাই বলা যায়, দেশে প্রচলিত আইন ও সমবায় সংগঠনের উপ-আইন অনুযায়ী একজন সদস্যের নিকট প্রতিষ্ঠানের যা-যা পাওনা তা নিয়মিত পরিশোধ করার পরই কেবল একজন সদস্য তাঁর অধিকার প্রয়োগে সুযোগ পাবেন। এ কথাগুলো আমরা অনেক সময় বে-মালুম ভুলে যাই। অনেক সময় দেখা যায় সদস্য হিসেবে আমরাই আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে অন্যের ভুল-ত্রুটি নিয়ে প্রশ্ন করি। এ বিষয়ে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪-এর ৮৮ (৩) ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য ভোট প্রদানসহ তাহার কোন অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

সমাজে একটি প্রবাদ আছে নিজে ভালো তো সব ভাল। আমরা সবাই যদি নিজে-নিজে ভাল থাকি তাহলে সমাজে খারাপ লোকের স্থান থাকে কি ভাবে? আমরা সদস্য হিসাবে একটা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বশীল থাকলে প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কর্মকর্তারা দায়িত্বহীন হওয়ার সুযোগ নিতে পারার প্রশ্ন উঠতে পারবে না। এটাই দায়িত্বশীল ভাবনা।

প্রতিটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবী। তাঁরা সদস্যদের দ্বারা সদস্যদের পক্ষে নির্বাচিত হয়ে আইন অনুযায়ী তিন বছর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নির্বাচিত হয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিম্নে উল্লেখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়:

১. প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা।
২. ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও কর্মীদের কার কি দায়িত্ব, ক্ষমতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে তা নিয়ে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, কার্যকর ও পরিকল্পনা করা।
৩. প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিপালনের সহায়ক সাংগঠনিক কাঠামো ও নীতিমালা প্রণয়ন করা।
৪. সকল আর্থিক কর্মকান্ডের কর্ম পদ্ধতি স্থির করা, নীতিমালা প্রণয়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট প্রাক্কলন করে তা সাধারণ সভায় পেশ করে অনুমোদন করার জন্য উপস্থাপন করা।
৫. প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় আহরণ ও ঋণ বিনিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রডাক্ট সার্ভিসের সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বিপণন কৌশল নির্ধারণ করা।